আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় এখন কাউকে অনাহারে থাকতে হয় না

রিনা ভট্টাচার্য

একসময় আমলাশোলের মতো আদিবাসী–অধ্যুষিত এলাকায় অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটত। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠিত হওয়ার পর গত ১৫ বছরে এই পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে। এখন আর আদিবাসী–অধ্যুষিত এলাকায় কাউকে অনাহারে থাকতে হয় না। এখন এই এলাকাগুলিতে উন্নয়নের আলো পৌঁছে গেছে। মানুষের জীবিকার নতুন রাস্তা খুলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষার প্রসার। ছেলেমেয়েদের সামনে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে গিয়েছে।

আদিবাসী উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কাজের সেই খতিয়ান তুলে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর মন্তব্যকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রকল্প ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’–এ তফসিলি জনজাতি মহিলাদের মাসে ১,৭০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এর ফলে তাঁরা বছরে ২০,৪০০ টাকা করে পান। শুধুমাত্র ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে শিক্ষার্থী প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৯ হাজার ২৭২ জন ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জয় জোহার প্রকল্পে এখন ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩১৫ জন বয়স্ক মানুষকে মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার সিধু কানু মেমোরিয়াল আবাসিক স্কুল গড়ে তুলেছে। যেখানে সাঁওতালি ভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে জনজাতি শিশুদের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যোগ্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে তফসিলি জাতি ও জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স, ডাক্তারি পড়ার জন্য নিট–এর মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্য পেতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাইকেল দেওয়া হয়, যাতে পড়ুয়াদের স্কুল যেতে কোনও রকম অসুবিধে না হয়। এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরেই সাইকেল রয়েছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের দূর–দূরান্তে যাতায়াতের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।

জঙ্গলমহল অঞ্চলে ৩৫ হাজার ৮৪৫ জন তফসিলি জনজাতির মানুষ ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টরস সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম’–এর আওতায় সামাজিক সুরক্ষা পাচ্ছেন। এই এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করতে, প্রতিটি গোষ্ঠীকে ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

এর বাইরেও আদিবাসী–অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নের জন্য রাস্তা, কালভার্ট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সৌর–চালিত টিউবওয়েল বাসানো, হস্টেল সংস্কার, কমিউনিটি হল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ এবং সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে রাস্তার দু’ধারে আলো বসানোর মতো কাজ করা হচ্ছে। এই সব কাজের জন্য এখনও পর্যন্ত ৭৮.৯৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট: ধৃত আরও ৩

আই–প্যাক কর্মীর পরিচয়ে বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগে ধরা পড়ল আরও তিনজন। শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে আজহার আলি মিয়া, সঞ্জীব কুমার মাল ও রাজু বাউরিকে। সূত্রের খবর, পুলিশ ওই তিনজনকে ধর্মতলা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা পুরুলিয়া, বীরভূমের বাসিন্দা। এই ঘটনায় আগেই ধরা পড়েছিল রত্নদীপ মাহাতো। ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাতিয়েছিল বলে অভিযোগ। ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করা হয়। সরকারি কৌঁসুলি অরূপ চক্রবর্তী সওয়ালে বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নিয়েছিল রত্নদীপ। বাকি টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই তিনজন।

হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি

আজকালের প্রতিবেদন

হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি হল কলকাতা–সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ও সংলগ্ন ওড়িশায় তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে আজ, সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ–সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গেরও কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

বৃষ্টি এবং মেঘের কারণে বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা ছিল একটু কম। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের দুই বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর এবং মালদায়। বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনা জেলায়। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। বৃষ্টির কারণে বুধবার পর্যন্ত তাপমাত্রার ওঠানামা থাকবে না। তবে বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড়ে ২–৩ ডিগ্রি বাড়বে।

নারী দিবসে বিশেষ ক্লিনিক চালু কলকাতায়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষজ্ঞ দ্বারা অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে কলকাতায় প্রথম চালু হল ‘প্যারেন্টাল স্কিলস ক্লিনিক’। আসন্ন দম্পতি অর্থাৎ বিবাহ পূর্বের যুগল, সদ্য অভিভাবক হয়েছেন এমন, তাঁদের সুসংগঠিত চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা এবং শিশুর উপযুক্ত যত্নের জন্য ডিসান হাসপাতালের উদ্যোগে নতুন এই ক্লিনিকের উদ্বোধন হয় শনিবার। স্ত্রী রোগ, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিদ এবং অন্যান্য চিকিৎসকের উপস্থিতিতে এই ক্লিনিকে গর্ভাবস্থা, অভিভাবকত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক দিক নির্দেশ করা হবে। অনুষ্ঠানে ছিলেন পেডিয়াট্রিক্সের প্রধান ডাঃ বিচিত্রভানু সরকার, ডাঃ অপরূপা ঘোষ, অরিজিতা চ্যাটার্জি প্রমুখ।

রাষ্ট্রপতির ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট পাঠালেন মুখ্যসচিব

আজকালের প্রতিবেদন

সাম্প্রতিক রাজ্য সফরের সময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রোটোকল না–মানার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চাওয়া রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাঠিয়ে দিল রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সফর সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি নিয়েই বিস্তারিত ব্যাখ্যা–সহ প্রয়োজনীয় নথিও রিপোর্টের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই রিপোর্টে রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন উপস্থিত ছিলেন না, তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক আদিবাসী সাঁওতাল সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়েও কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক রাজ্য সফরের সময় ঠিকমতো প্রোটোকল মানা হয়নি, এই অভিযোগে রবিবার সকালে মুখ্যসচিবকে চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। বিকেলের মধ্যে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত, শনিবার শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী সাঁওতাল সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজ্যে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে তিনি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় উষ্মা প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানের জায়গা বদল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ রাজ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারি সুযোগ–সুবিধা পান কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

অ্যাডভেঞ্চারে উৎসাহ দিতে মহিলাদের ১৯ অভিযান

আজকালের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলাদের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিতে উৎসাহ দিতে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (আইএমএফ)–এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার উদ্যোগে গত ১ মার্চ থেকে চারটি রাজ্য বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯টি অভিযানের আয়োজন করেছিল। রবিবার ৮ মার্চ ছিল শেষ দিন। চার রাজ্য–সহ অন্যান্য রাজ্যের ১৮০ জন মহিলা ট্রেকিং, মাউন্টেন বাইকিং, সাইক্লিং, উপকূলীয় ট্রেকিং, কায়াকিং, রাফটিং, সাঁতার, দৌড়, রোলার স্কেটিং এবং রক ক্লাইম্বিং–এ ১৯টি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। এরমধ্যে বাংলার ১৪০ জনই মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিলেন। শেষ দিন বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের রাধানাথ সিকদার–তেনজিং নোরগে ভবনের ডব্লুবিএমএএসএফ কনফারেন্স হলে সকল অংশগ্রহণকারীকে উপহার তুলে দেওয়া হয় আইএমএফ–এর পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল স্পোর্ট ক্লাইম্বিং কমিটির চেয়ারম্যান মানিক ব্যানার্জি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্বতারোহণের উপদেষ্টা দেবদাস নন্দী, বিশিষ্ট মহিলা ফুটবলার মহিমা খাতুন, বিশিষ্ট সাঁতারু তেহরিনা নাসরিন এবং দেবরাজ দত্ত।

কায়াকিংয়ে অংশ নেওয়া মহিলা প্রতিযোগী।

কেকেআরের চক্ষু-স্বাস্থ্যের ‘পার্টনার’ দিশা

আজকালের প্রতিবেদন

২০২৬ সালের আইপিএল মরশুমের জন্য মৈত্রীর কথা ঘোষণা করল কলকাতার দুই আইকন দিশা আই হসপিটালস এবং তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। এই মরশুমে কেকেআর–এর অফিশিয়াল ভিশন পার্টনার হিসেবে যুক্ত হল দিশা। ক্রিকেটের মতো হাই পারফরমেন্স গেমে খেলোয়াড়দের চোখের ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুল দৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি। দিশার চেয়ারম্যান ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, ‘কেকেআর বাংলার আবেগ, আর দিশা বাংলার সেবা। দুই আইকন মিলে এখন থেকে চোখের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে সওয়াল করবে।’ কেকেআর–এর সিইও বেঙ্কি মাইসোর জানান, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে চান। ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর–এর হোম ম্যাচ চলাকালীন দর্শকদের জন্য নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও দিশার রোগীদের জন্য বিশেষ সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থাও থাকবে এই চুক্তির অধীনে।

প্রতারণা, গ্রেপ্তার

জালিয়াতি করে এক মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ। তদন্তে নেমে শনিবার রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ অমিত কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। সূত্রের খবর, নথিপত্র হাতিয়ে অভিযোগকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল সে। রবিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৩ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস এসএএম: হুগলি
২৩এ, রায় এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোঃঅঃ– শ্রীরামপুর, হুগলি (পশ্চিমবঙ্গ), পিন–৭১২২০১। ই-মেল: cs8240@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ প্রতীকী, দখলের প্রকৃতি প্রতি সম্পত্তির পাশে উল্লেখ করা হয়েছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে **‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেমন আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে। নিজে বা যথাযথরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থাঙ্ক খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময় / দায় (যদি থাকে)
১.	**ক) শাখা অফিস: চন্দননগর** **খ) শ্রী ভজন দে** শুভেচ্ছা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি৩, ফ্লোর নং ৩, আর সি রোড, নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলি, পিন–৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ **প্রপার্টি আইডি: PUNB35146908301**	‘শুভেচ্ছা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘বি–৩’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১, মৌজা– চন্দননগর, সি এস এবং আর এস দাগ নং ৫৭১, এল আর দাগ নং ৯১১, আর এস খতিয়ান নং ৩৬৬, এল আর খতিয়ান নং ৩৪ (নতুন এল আর খতিয়ান নং ২২৩১), হোল্ডিং নং ৯৩৪, রামপ্রসাদ চ্যাটার্জি রোড, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন, থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি। এডিএসআর– চন্দননগর সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ১১৮২ থেকে ১২০৮–তে রেজিস্টার্ড ২০০৭ সালের দলিল নং I–০০৫৭৯ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী ভজন দে**, পিতা– প্রয়াত ধরণীধর দে।	ক) ২৫.০৪.২০২২ খ) ₹১৫,৫২,৮৭১.২০ (পনেরো লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো একাত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) + ০৭.০৪.২০২২ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল গ) ১৬.০৭.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ₹১৩.৬৮ লক্ষ খ) ₹১.৩৬৮ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা / ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**ক) শাখা অফিস: কুন্তীঘাট** **খ) শ্রী বিকাশ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা– পরেশ মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ– গোপালপুর, থানা– বলাগড়, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৫১৩ **গ) শ্রী পরেশ মণ্ডল (জামিনদার)** পিতা– গোপাল চন্দ্র মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ– গোপালপুর, থানা– বলাগড়, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৫১৩ **প্রপার্টি আইডি: PUNB44260153001**	সামান্য কমবেশি ০৪ শতক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দক্ষিণ গোপালপুর, জে এল নং ১২৮, আর এস খতিয়ান নং ৬৭৯, হাল এল আর খতিয়ান নং ১৭০০, এল আর দাগ নং ৩৫৬৮ (০.০২ শতক), এল আর দাগ নং ৩৫৬৯ (০.০২ শতক), গ্রাম ও পোঃঅঃ– গোপালপুর, থানা– বলাগড়, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৫১৩। ডিএসআর– হুগলি সমীপে ভলিউম নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ২৬২ থেকে ২৬৪–তে রেজিস্টার্ড ১৯৮০ সালের বিক্রয় দলিল নং I–৪৫৮ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী পরেশ মণ্ডল। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– মোঙ্গল রায়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ– সুশীল সরকারের সম্পত্তি; পূর্ব– ডিভিসি; পশ্চিম– শম্ভুদাস হালদারের সম্পত্তি।	ক) ১৯.০৩.২০১৪ খ) ₹৬,৬৭,৮৬৮.০৩ (ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশো আটষট্টি টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) + ০১.০৩.২০১৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল গ) ০৬.০১.২০১৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৬.৫২ লক্ষ খ) ₹১.৬৫২ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা / ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**ক) শাখা অফিস: উত্তরপাড়া** **খ) মিঃ বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি** পিতা– শিব শঙ্কর চ্যাটার্জি রুদ্রাণী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪/৩, ২১৩, শম্ভু দাশগুপ্ত সরণি, উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন–৭১২২৩২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB24788587001**	সামান্য কমবেশি ০৪ কাঠা ০৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অবিভাজ্য অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘রুদ্রাণী অ্যাপার্টমেন্ট’ নাম ও স্টাইলের বহুতল বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে উত্তর–পূর্ব কোণে সামান্য কমবেশি ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪/৩–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ভদ্রকালী, জে এল নং ৯, আর এস প্লট নং ৮৯৯/৪২২০, এল আর প্লট নং ১৬৪৭, আর এস খতিয়ান নং ২৪১৫, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯৪, উত্তরপাড়া–কোতরং পুরসভা, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২১৩, শম্ভু দাশগুপ্ত সরণি (আগে পরিচিত ছিল ১৬৫, দ্বারিক জঙ্গল রোড নামে), ডাকঘর– ভদ্রকালী, থানা– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি, তৎসহ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি অধিকার, আগের দায় এবং প্রেমিসেসে আসা–যাওয়ার জন্য যৌথ পথ ও পরিসর ব্যবহারের সমানাধিকারের পাশাপাশি উক্ত প্রেমিসেসে যাবতীয় সংযোগ নেওয়ার স্বাধীনতা। এডিএসআর অফিস– শ্রীরামপুরে রেজিস্টার্ড এবং বই নং I, ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৯৪৪ থেকে ২৯৬৪–তে নথিভুক্ত ২০১০ সালের দলিল নং ০৩৭৫৫ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি**, পিতা– শিব শঙ্কর চ্যাটার্জি।	ক) ১০.০৯.২০২৪ খ) ₹৯,৫৫,৩৬০.৮০ (নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশো ষাট টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র) + ৩০.০৮.২০২৪ (টার্ম লোনের ক্ষেত্রে) এবং ৩১.০৮.২০২৪ (ওভারড্রাফটের ক্ষেত্রে) থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল গ) ০৬.১২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০.৪২ লক্ষ খ) ₹২.০৪২ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা / ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**ক) শাখা অফিস: মাখলা** **খ) শ্রী সোমনাথ পাল** ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোঃঅঃ– মাখলা, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২২৪৫ গ) শ্রীমতী মধুমিতা পাল ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোঃঅঃ– মাখলা, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২২৪৫ **প্রপার্টি আইডি: PUNB56041750001**	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৪ ছটাক ২২ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মাখলা, জে এল নং ১১, আর এস দাগ নং ১৮০৯/২৭১০, এল আর দাগ নং ১৮৭৬, এল আর খতিয়ান নং ২০২৩, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার এলাকাধীন, থানা– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি, এডিএসআর– শ্রীরামপুর সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৫৯ থেকে ৬৪–তে নথিভুক্ত ১৯৯৮ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং I–২৬৫/১৯৯৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সোমনাথ পাল,** পিতা– শ্রী আশুতোষ পাল। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– রাস্তা; দক্ষিণ– শ্রীমতী জ্যোৎস্না সরকারের বাড়ি; পূর্ব– শ্রী বিমল সেনের বাড়ি; পশ্চিম– শ্রী আশুতোষ পালের বাড়ি।	ক) ১৮.০৫.২০২১ খ) ₹৭,৩৫,৮৮১.৪৯ (সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো একাশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) + ০১.০৪.২০২১ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল গ) ০১.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৬.০৫ লক্ষ খ) ₹১.৬০৫ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা / ব্যাঙ্কের জানা নেই

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৩.২০২৬ থেকে ২৬.০৩.২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:
১. এই নিলাম **‘অনলাইন ই–নিলাম’** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, ডিজিলকারের মাধ্যমে ই–কেওয়াইসি করিয়ে রাখতে হবে। ই–কেওয়াইসি হয়ে যাওয়ার পরে, আগ্রহী বিডারগণ/ ক্রেতাগণ প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক ওই পোর্টালে নির্ধারিত তারিখের আগেই অনলাইন উপায়ে/ চালান তৈরি করে তাঁদের ই–ওয়ালেটে জমা দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, ই–কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর এবং সম্পত্তির সঙ্গে ওয়ালেট লিঙ্কিংয়ের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পর সম্পত্তির সঙ্গে লিঙ্ক করাতে হবে। যে সকল বিডার প্রয়োজনীয় ইমিডে অনলাইনে ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে সম্পত্তির সঙ্গে লিঙ্ক করাবেন না, তাঁদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://www.baanknet.com)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, ফ্লোর নং ৩, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (হেল্পডেস্ক নম্বর: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ই–মেল: support.BAANKNET@psballiance.com)**। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://www.baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি ই–নিলাম পোর্টাল **(https://www.baanknet.com)** থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর ওপরে লেখা বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন পোর্টাল **https://www.baanknet.com**–এ দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c** (অ্যাকাউন্টের নাম)’–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ..... (স্থানের নাম)–তে প্রদেয়মতে ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো বিড অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যা কিছু যেমনটি আছে’** ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. সফল ক্রেতাকে কোনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে ই–নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন: **https://www.baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in**।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৯.০৩.২০২৬;
স্থান: শ্রীরামপুর

স্বাঃ– মিঃ শঙ্কর লাল মণ্ডল, অনুমোদিত আধিকারিক (মোবাইল: ৮৭৭৭৭ ২৪৪৯৬)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইণ্ডিয়ন ওভরসীজ বৈঁক (আপকী প্রগতি কা সচ্চা সাথী) Indian Overseas Bank (Good people to grow with)

রিজিওনাল অফিস কলকাতা–II, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হোয়াইট হাইস, কলকাতা–৭০০০১৬

বসিরহাট ব্রাঞ্চ: এস এন মজুমদার রোড, টাকি রোড ক্রসিং, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭৪৩৪১১। ফোন: ০৩২১৭–২৬৬৮৯৯; ই–মেল আইডি: iob1464@iob.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয়ের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**–এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত বাস্তবিক দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাসুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **‘যেখানে যেমন আছে, যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা:
১) মেসার্স রিনু ফুটওয়্যার (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর– মিসেস রিনু দাস, গ্রাম– বেড়াচাঁপা, পোঃ– দেবালয়, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪২৪।
২) মিসেস রিনু দাস (বন্ধকদাতা), স্বামী– চঞ্চল কুমার দাস, মিতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ‘বি’, তৃতীয় তল, নৃপেন ঘোষ সরণি, সিপিটিএ ব্লক, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১২৭
এনপিএ হওয়ার তারিখ: ৩০.০৯.২০২০
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২১.০৪.২০২১
দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত বকেয়া: ১১.০৪.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে ₹২১,৭৭,৮২৩/– তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও মাসুল
দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৩.০৯.২০২১
দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত বকেয়া: ৩১.০৮.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে ₹২২,৬৫,৮১৭.৮০ তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও মাসুল।
বর্তমান বকেয়া: ০৫.০৩.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹৩২,৫৭,৬০৪.৫০ তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও মাসুল।
* স্থানীয় স্বশাসিত সরকার (সম্পত্তি কর, ওয়াটার সিউয়ারেজ, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) অনাদায়ী বকেয়া: ব্যাঙ্কের জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং ২বি, তৃতীয় তল, মিতা অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা– হরিহরপুর, জে এল নং ৪০, এল আর প্লট নং ১০৮২, এল আর খতিয়ান নং ৩৬৮/১, হোল্ডিং নং ১৫৬৩/৪, সি এস খতিয়ান নং ১৩৩, দাগ নং ২৩২, নৃপেন ঘোষ সরণি, তৌজি নং ১৪৬, আর এস নং ১১৯, থানা– বারাসত, ওয়ার্ড নং ৩৫/৩২, বারাসত পুরসভা, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট– বারাসাত এবং জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১২৭।
সুপার বিল্ট আপ এরিয়া: ৭৫০ বর্গফুট
স্বত্বাধিকারিনীর নাম:
মিসেস রিনু দাস, স্বামী– চঞ্চল কুমার দাস
সম্পত্তিটির সীমানা:
উত্তর– ফাঁকা স্থান; **দক্ষিণ**– ফ্ল্যাট নং ‘এ’;
পূর্ব– ফ্ল্যাট নং ‘সি’; **পশ্চিম**– ১২ ফুট চওড়া নৃপেন ঘোষ রোড।
যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে:
এসএ নং ১৫৫/২০২৫, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা দ্বারা পেশ ডিআরটি–৩, কলকাতায়
*** বিধিবদ্ধ বকেয়ার ওপর ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে**
সম্পত্তির সংরক্ষণ মূল্য হবে **₹১০,৫৫,০০০/–** এবং বায়না অর্থাঙ্ক হবে **₹১,০৫,৫০০/–**
বিড বাড়ানোর মূল্য: **₹১০,০০০/–**
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৩.২০২৬ পর্যন্ত যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৫.০৩.২০২৬, সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০টা, বিক্রয় নিষ্পত্তি না–হওয়া অবধি প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে: **https://baanknet.com**
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন এই ওয়েবসাইটগুলি:
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://baanknet.com (সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েব পোর্টাল)

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৬
স্থান: বসিরহাট

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
লোকাল অফিস: এ সি মার্কেট বিল্ডিং, থার্ড ফ্লোর, ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস: ‘‘ত্রিশূল’’, থার্ড ফ্লোর, সমরথেশ্বর মন্দির ল গার্ডেনের বিপরীতে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ–৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলযোগ্য নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার ব্যবহারিক দখল নিয়েছেন এবং ১) **শ্রী রাহুল মুখার্জি ২) শ্রী তপন কুমার মুখার্জি এবং ৩) শ্রীমতী স্বাগতা মুখার্জি**–এর কাছ থেকে জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা বাবদ অর্থাঙ্ক অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর লোন অ্যাকাউন্ট–এর অধীনে ০৯.০৬.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে অর্থাঙ্ক ₹১৬,৯২,৬১৬/– (ষোল লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছশো ষোল টাকা মাত্র) (০৯.০৬.২০২২ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ এই অর্থাঙ্ক) সহ ভবিষ্যতের সুদ এবং মাশুল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই স্থাবর সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’ এবং ‘যেভাবে আছে সেভাবে’ ভিত্তিতে ২৫.৩.২০২৬ (নিলামের তারিখ) তারিখে বিক্রি করা হবে। নিলামের সূচির জরুরি বিশদ নিম্নে:–

জানা দায় (যদি থাকে)	জামিনযুক্ত ঋণদাতার জানা নেই। অপ্রদত্ত চার্জসমূহ বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, অন্য কোনও বিধিবদ্ধ দায় এবং/অথবা বকেয়া ইত্যাদি, যদি, যা প্রযোজ্য তা সম্বন্ধে ক্রেতা নিশ্চিত হবেন।
সংরক্ষণ মূল্য (₹)	₹১৫,৮৯,৮৬২/– (পনেরো লক্ষ উননব্বই হাজার আটশো বাষট্টি টাকা মাত্র)
বায়না জমা (₹)	₹১,৫৮,৯৮৬.২০/– (এক লক্ষ আটান্ন হাজার নশো ছিয়াশি টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)
বিড বাড়ানোর মূল্য	₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) প্রতিটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে
ইএমডি সমেত বিড/ টেন্ডার জমার শেষ তারিখ, সময় ও স্থান	**২৪.৩.২০২৬,** সর্বশেষ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত এসি মার্কেট বিল্ডিং, চতুর্থ তল, (লিফটের পিছন দিকে), ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১, অনুমোদিত আধিকারিকের ঠিকানা।
প্রকাশ্য ই–নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান	**২৫.৩.২০২৬,** সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টা প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com e-auction টেন্ডার নথি, ই নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা ইত্যাদি সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

তফসিল– বিক্রি হতে চলা সম্পত্তির বিবরণ
ওপরে উল্লিখিতমতো তফসিল:

বন্ধকী সম্পত্তির জমির বিবরণ
প্রথম তফসিল

আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২ এর সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ কমবেশি প্রায় ১১৬৫ বর্গফুট, থার্ড/টপ ফ্লোরে, প্রেমিসেস নং ৯৫, দেবাই পুকুর রোড, পূর্বের হোল্ডিং নং ৭৬, দেবাই পুকুর রোড, থানা– উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার অধীন ওয়ার্ড নং ৩, জেলা হুগলি, ব্যাঙ্ক বন্ধক থাকা স্বত্ব দলিলের অধীনে উপলব্ধ সমস্ত অধিকার সহ।

এই বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে জামিনযুক্ত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট যথা https://www.axisbank.com/auction-retail এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন।
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com এর মাধ্যমে অনলাইনে নিলাম সম্পন্ন হবে।
কোনও সহায়তার জন্য আগ্রহী বিডারগণ মিঃ মহঃ শাহদাব আলম (৯৯০৩৬১০৩১৯) অথবা মিঃ রোহন ঘোষ (৯৯০৩৬১০৩১৯) ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক–এর সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজের সময়ে সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর রুল ৯(১) এর সংস্থাধীনে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ১৫ দিনের নোটিস হিসাবে এটি বিবেচিত হবে।

তারিখ: ০৯.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড